বাড়ছে সুরমা-কুশিয়ারার পানি

P-16, Ittefaq
14 June 2022

সিলেট-সুনামগঞ্জে ফের বন্যা

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস ও
আলম সাব্বির তাহিরপুর সংবাদদাতা

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় দ্বিতীয় দফা বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে এই দুই জেলার নদীগুলো ফুঁসে উঠেছে। সুনামগঞ্জে সুরমার পানি বিপৎসীমার ১১ সেন্টিমিটার ওপরে এবং সিলেটে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপৎসীমার কাছে চলে এসেছে। এদিকে সিলেটের গোয়াইনঘাট-সিলেট জেলা সদর সড়কও ডুবে গেছে। গোয়াইন নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সালুটিকর-গোয়াইনঘাট, গোয়াইনঘাট-রাধানগর, সারি-গোয়াইনঘাট সড়ক ডুবে যাওয়ায় মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। সুনামগঞ্জের ছাতক, দোয়ারাবাজার, সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পানি প্রবেশ করছে।

সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মঙ্গলবার সকালে জরুরি সভা আহ্বান করেছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের কাছে জরুরি সতর্কতামূলক বার্তা পাঠিয়েছেন। এরই মধ্যে বন্যার্তদের জন্য ২২০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করেছে জেলা প্রশাসন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শহীদুল ইসলাম সোমবার সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে বলেন, 'পানি বাড়ছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি, তেমন ভয়ের কারণ নেই। এটা মৌসুমি পানি বৃদ্ধি।'

তাহিরপুর-সুনামগঞ্জ সড়কে সরাসরি যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। 'তাহিরপুর-বিশ্বম্ভরপুর ১০০ মিটার' পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক
কাওরান বাজার ফোন: পিএবিএক্স : ৫৫০১১৭০০, বার্তা ফ্যাক্স : ৪১০১০১৭৭-৮, মফস্বল ফোন : ৪১০১০১৭২, বিজ্ঞাপন-

সিলেট-সুনামগঞ্জে ফের

P-2/16
14 June 2022 Ittefaq

১৬ পৃষ্ঠার পর

রাস্তা শক্তিয়ারখলা গ্রামের কাছে ডুবে গেলে লোকজন নৌকায় পানি পার হয়ে পরে অটোরিকশায় যাতায়াত করছে। ঢলের পানি বৃদ্ধি পেয়ে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি উঠে গেছে। তাহিরপুর উপজেলা প্রশাসন পানিবন্দি মানুষের মধ্যে চাল ও শুকনা খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটে পানি ওঠায় পানিবন্দি রয়েছেন অনেক পরিবার।

সোমবার তাহিরপুর-বিশ্বম্ভরপুর-সুনামগঞ্জ সড়কের তিনটি স্থান বন্যার পানিতে তলিয়ে গেলে সড়কে যানচলাচল বন্ধ রয়েছে। নৌকা দিয়ে পারাপার হচ্ছে লোকজন। অনেক এলাকার নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ফলে ঐসব এলাকার মানুষজনের ভোগান্তি চরমে। তাহিরপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হান কবির জানান, শক্তিয়ার খলা ১০০ মিটার রাস্তা ও আনোয়ারপুর সড়কটি প্লাবিত হয়ে সুনামগঞ্জের সঙ্গে তাহিরপুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক বিমল চন্দ্র সোম জানান, পানি আরো বাড়লে পেলে আউশ ধান ও সবজির ব্যাপক ক্ষতি হবে।

সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জহুরুল ইসলাম জানান, সোমবার সকালে তাহিরপুরের লাউড়ের গড়ে ১৯০ মিলিমিটার ও সুনামগঞ্জে ৭৯ মিলিমিটার এবং সিলেটে ১১৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। কয়েক দিন ধরে ভারতের মেঘালয়ে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। টানা বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জের নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোমবার সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উত্তর আরপিননগর, বড়পাড়া, সাহেববাড়ী ঘাট, পুরানপাড়া ও নবীনগর সড়কে পানি উঠে যায়।

পদ্মা সেতু উদ্বোধন ৯ দিন বাকি

হংকংয়ের আদলে নগরায়ণ হবে পদ্মার দুই তীরে

P- 1/15, Ittefaq, 15 June 2022

নদীশাসনের কারণে লাখো মানুষের নদীভাঙন আতঙ্কের অবসান

■ মেহেদী হাসান, পদ্মা সেতুর পাড় থেকে ফিরে

পদ্মা সেতু শুধুমাত্র দেশের দুই প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগের বাধাই দূর করবে না, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দ্বারও উন্মোচন করছে। পদ্মা নদীর পাশেই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত হংকংয়ের আদলে নতুন শহর, অলিম্পিক ভিলেজ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নৌ-বন্দর, অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন, ইকোনমিক করিডোর, আধুনিক রেল, সড়ক ও নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার হাতছানিও মানুষকে এই স্বপ্নের পথে এগিয়ে দিচ্ছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর সরকার এর দুই প্রান্তে হংকংয়ের আদলে নগরায়নের উদ্যোগ নেবে বলে জানা গেছে। দক্ষিণ চীন সাগর তীরবর্তী শহর হংকং পরিকল্পিত সুসজ্জিত নগরী। পদ্মা সেতুর পাড়ে হবে নান্দনিক শহর সেই ঘোষণা সরকার আগেই দিয়েছে। সরকারের মন্ত্রীরাও নানা সময়ে তাদের বক্তৃতায় বলেছেন, পদ্মার দুই তীরে হংকংয়ের আদলে নগরায়ন করা হবে। পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় হবে পর্যটনকেন্দ্র। পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ১ আষাঢ় ১৪২৯

১৫ জুন ২০২২

হংকংয়ের আদলে নগরায়ন

P-15/1 Ittefaq 15 June 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে, পদ্মা সেতু এলাকায় একটি জাদুঘর নির্মাণের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাদুঘরে সেতু নির্মাণে জড়িত সবার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গ্রুপ ছবিও সংরক্ষিত থাকব। এছাড়া ঐ জাদুঘরে প্রকল্পে ব্যবহৃত উপকরণ, যন্ত্রাংশ এমনকি একটি কোদালও সংরক্ষিত থাকবে। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠক প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন।

ইতিমধ্যে মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের দুই পাড়ে কমপক্ষে ৩০ গুণ বেড়েছে জমির দাম। পদ্মা সেতুর জন্য নির্মিত এক্সপ্রেসওয়েই বদলে দিচ্ছে জেলার ভূ-অর্থনীতি। পদ্মাপাড়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চাষিরাও অনেক লাভবান হবেন। ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অর্থনীতির চাকাও সচল হবে। সাধারণ মানুষ কৃষিপণ্য সুলভ মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন। পদ্মাপাড়ে নানা ধরনের শাকসবজি হয়। এসব শাকসবজি ঢাকায় নিতে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগত। অথচ এখন স্বল্প সময়ে ঢাকায় নেওয়া যাবে। ট্রাক চালকরা জানান, ঘাটে চাঁদাবাজি ছাড়াও পারাপারে যে সময় লাগত, সেটি এখন আর লাগবে না। পদ্মা সেতুর কারণে শ্রীনগর ও লৌহজং শিল্প-কারখানাও হচ্ছে। গড়ে উঠছে পর্যটনকেন্দ্র। আর এভাবেই বদলে যাচ্ছে পদ্মার দুই পাড়ের দৃশ্যপট। ফেরিঘাটের দোকানিরা বলেন, পদ্মা সেতুর কারণে পর্যটন শিল্পেও বিপ্লবের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। আগের চেয়েও ব্যবসা-বাণিজ্য জমে উঠবে দ্বিগুণ।

পদ্মাপাড়ের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, পদ্মা সেতুর কারণে সেতুর দুই পাড়ে জমির দাম আকাশচুম্বী। অনেকে জমি কিনে রেখেছেন নানা ধরনের শিল্প-কলকারখানা নির্মাণের জন্য। একেক জন একেক ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এসব জমি কিনেছেন। কেউ গার্মেন্টস, হিমাগার, হোটেল-মোটেল, আবাসিক হোটেল নির্মাণ করবেন।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের দুই পাশে জমিতে একের পর এক আবাসন প্রকল্পের সাইনবোর্ড দেখা গেছে। মূলত পদ্মা সেতুকে ঘিরে দুই পাড়ে গড়ে উঠছে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। একটি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক গার্মেন্টপল্লি, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ বিঘা জমি কিনেছেন। একটি টেক্সটাইলের মালিক কিনেছেন ৩০ বিঘা জমি। শুধু শিল্পে বিনিয়োগ নয়, অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল করার জন্যও জমি কিনছেন।

এদিকে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার স্মারক পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তে প্রায় ১৪ কিলোমিটার এলাকার লাখো মানুষের নদীভাঙন আতঙ্কের অবসান হয়েছে। সেতুটিকে নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করতে এই ১৪ কিলোমিটার নদীর তলদেশ খনন, ব্লক ও জিওব্যাগ ফেলা এবং পাড় বাঁধাইয়ের কাজ করা হয়েছে। নদী শাসনের জন্য প্রথমে বালিভর্তি বিশেষ জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে নদী পাড়ে। এরপর চৌকো আকৃতির কংক্রিটের ব্লক একটার পর একটা নদী পাড়ে বিশেষ কায়দায় স্থাপন করা হয়েছে। যা পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকার সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। মাওয়া এলাকায় ১ দশমিক ৬ কিলোমিটার এবং জাজিরা এলাকায় ১২ দশমিক ৪০ কিলোমিটার নদীশাসন কাজ শুধু সেতু রক্ষা ও সৌন্দর্যবর্ধনই নয়, পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষের বাপ-দাদার ভিটাও রক্ষা করেছে। স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়ায় এখন ঘরবাড়ি বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় এ অঞ্চলের জনপদ নেই। এক সময় ভাঙন আতঙ্কে নির্ঘুম রাত কাটাতেন পদ্মাপাড়ের অনেক মানুষ। এখন কেটেছে সেই কালো মেঘ।

নাওডোবা ইউনিয়নের ফকিরের হাটের বাসিন্দা রফিক মিয়া জানান, বর্ষা এলেই তাদের মনে নদীভাঙনের আতঙ্ক জাগত। বহুবছর ধরেই পদ্মার গ্রাসে একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রাম। নদী শাসনের পর সেই ভয় আর নেই তাদের মনে। একই এলাকার বাসিন্দা লুৎফুর রহমান বলেন, দুর্বল ও অপরিণত মাটির কারণে সবচেয়ে বেশি ভাঙনের শিকার পদ্মাপাড়ের মানুষ। কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মা নদীতে আকস্মিক পানিবৃদ্ধি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে সবসময় হুমকির মুখে থাকে ঘরবাড়ি আর ফসলি

৪০ ভাগ এলাকা বন্যা কবলিত হওয়ার শঙ্কা

P-1/15, Ittefaq
18 June 2022

■ আনোয়ার আলদীন

পাহাড়ি ঢল এবং দেশের অভ্যন্তরে টানা ভারী বর্ষণে বৃহত্তর সিলেট এলাকা ভাসছে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায়। ইতিমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম ও কিশোরগঞ্জ বন্যাক্রান্ত। প্রতিদিন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন অঞ্চল-জেলা। দেশের ৩৫-৪০ ভাগ অঞ্চল বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১০টি নদীর পানি ১৩টি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

৪০ ভাগ এলাকা বন্যা

P-1/15, Ittefaq
18 June 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূইয়া ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি আগামী সোমবার পর্যন্ত আরো অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতিও দ্রুত খারাপ হতে পারে। দুই-তিন দিন পর বৃষ্টিপাত কমলেও বন্যার প্রলয়ংকরী রূপ অব্যাহত থাকবে কয়েক দিন।

এদিকে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের (আইএমডি) বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের চেরাপুঞ্জি বিশ্বের সবচেয়ে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা। ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ৯৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা জুন মাসে ১২২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আর গত তিন দিনে সেখানে প্রায় আড়াই হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটিও গত ২৭ বছরের মধ্যে তিন দিনে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের রেকর্ড। ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, চেরাপুঞ্জিতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরো ৫৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। এ বৃষ্টির পানি সিলেট এবং সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে দ্রুত নেমে আসায় সেখানে এ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের উজানে আসামে গুয়াহাটিতে ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। ঐ দুই এলাকার ভাটি এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের সিলেট ও কুড়িগ্রামে ঐ পানি নামা শুরু করবে।

কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক পিএইচডি গবেষক মোস্তফা কামাল (পলাশ) ইত্তেফাককে বলেন, আপাতত সুরমা মেঘনা যমুনার পানি বাড়লেও পদ্মার পানি আগামী ১৫ দিনে ভয়াবহ মাত্রায় বিপৎসীমা অতিক্রম করবে না। দেশে বর্ষা মৌসুমে প্রতি বছর যে অস্থায়ী বন্যা হয় তাতে ২০-৩০ ভাগ অঞ্চল প্লাবিত হয়। এ বছর বেশি হবে বন্যা। দেশের ৩৫-৪০ ভাগ অঞ্চল বন্যাকবলিত হতে পারে। স্থায়ী বন্যার সম্ভাবনা কম।

মোস্তফা কামাল (পলাশ) বলেন, আগামী ৩ দিন সিলেট বিভাগে চলমান বন্য পরিস্থিতির আরো চরম অবনতির প্রবল আশঙ্কা নির্দেশ করছে বিশ্বের প্রধান-প্রধান আবহাওয়া পূর্বাভাষ মডেলগুলো। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে সিলেট বিভাগের প্রায় ৮০ এর বেশি স্থল ভাগ বর্তমানে পানির নিচে ডুবে আছে। আমেরিকার ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্য পূর্বাভাস কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে গতকাল সকাল ৬টায় সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সামনে সুরমা নদীতে সেকেন্ডে ১২ হাজার ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভূইয়া বলেন, এখন আর ১৯৮৮ সালের মতো সারা দেশে বন্যার আশঙ্কা নেই। কারণ তখন বন্যা হয়েছিল ৫২টি জেলায়। বর্তমানে ৩০-৩৩ জেলায় বন্যা হয়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হতে পারে। সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপৎসীমার ১০৮, সিলেট পয়েন্টে ৭০ এবং সুনামগঞ্জ পয়েন্টে ১২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি হাতিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৬০ এবং চিলমারী পয়েন্টে ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দুধকুমার নদের পাটেশ্বরী পয়েন্টে বিপৎসীমার ৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ধরলার পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বিপৎসীমার ৯ এবং তিস্তা নদীর পানি ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া সারিগোয়াইন নদীর পানি সারিঘাটে বিপৎসীমার ২৩, পুরাতন সুরমা নদীর পানি দেরাই পয়েন্টে বিপৎসীমার ২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। লরেরগড়ে বিপৎসীমার ১৫৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে যাদুকাটা নদীর পানি। সোমেশ্বরী নদী কমলাকান্দা পয়েন্টে ৫৬ এবং ভুগাই নদী নাকুয়াগাঁও পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সিলেট-সুনামগঞ্জে ফের বন্যা
৪ লাখ মানুষ পানিবন্দি

P-16/2, Ittefaq, 16 June 2022

সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত, সিলেট শহরে ঢুকছে পানি

■ **হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস**

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে গত মাসে বন্যা পরিস্থিতিতে তীব্র দুর্ভোগের রেশ কাটতে না কাটতেই সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলায় ফের বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মেঘালয় ও চেরাপুঞ্জির ভারী বর্ষণে সৃষ্ট ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বহু এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। গতকাল বুধবার পর্যন্ত এই দুই জেলার ১২টি উপজেলার অন্তত ৪ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। অনেক রাস্তাঘাট ডুবে গিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে গত কয়েক দিনের মতো গতকাল বুধবার ভোর থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এরই মধ্যে বহু গ্রাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। অনেক বাসাবাড়িতে পানি উঠে রান্নার চুলা ডুবে গেছে। বুধবার সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখার সময়েও সিলেটে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। এর আগে দুপুরের দিকে সুরমা নদীর পানি উপচে সিলেট নগরীর অভিজাত এলাকা উপ-শহর, কাজীরবাজারসহ নদী তীরবর্তী এলাকায় আবারও পানি ঢুকতে শুরু করে। নগরীর বিভিন্ন এলাকার বাসাবাড়ি ও দোকানপাটে ইতিমধ্যে পানি প্রবেশ করেছে। নগরীর পাইকারি বাজার কালিঘাট ও মহাপট্টিতে নদী তীরবর্তী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পানিতে তলিয়ে গেছে। সিলেটের সীমান্তবর্তী কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার তিন শতাধিক গ্রাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলা শহরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় পানি উঠেছে। তাহিরপুরে বন্যায় বহু জনপদ প্লাবিত হয়েছে। ছাতক পৌর শহরের প্রধান সড়ক তাহিরপ্লাজার সামনে হাঁটুপানি। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ শহরের সব চুনশিল্প কারখানা, ক্রাশার মিল বন্ধ রয়েছে। সুরমা নদীতে নৌকা-কার্গো লোডিং ও আন লোডিং বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শত শত শ্রমিক এখানে বেকার। সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিক ইত্তেফাককে বলেন, চলমান পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সিলেট-সুনামগঞ্জে ফের

P-16/2, Ittefaq, 16 June 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

বন্যায় তার নির্বাচনি এলাকায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সরকার সহায়তা দিচ্ছে। আরো দেওয়া হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, বুধবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় চেরাপুঞ্জিতে ৮১২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর সিলেটের জাফলংয়ে ২৩৮ মিলিমিটার ও লালাখালে ২২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বুধবার বেলা ৩টায় কানাইঘাটে সুরমা ১ দশমিক ১৪ সে. মিটার, সিলেট শহরের কাছে ৮ সে. মিটার, কুশিয়ারা অমলসিদে ১ দশমিক ২৩ সে. মিটার, ফেঞ্চুগঞ্জে ১৭ সে. মিটার, সারি নদী ৫৫ সে. মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। শেওলায় কুশিয়ারার পানি বিপৎসীমার কাছে পৌঁছেছে।

এতে সুরমা, কুশিয়ারা, বৌলাই, পাঠলাই, সারি, গোয়াইন, লোভা নদীসহ সবকটি পাহাড়ি নদী দিয়ে পানি প্রবল বেগে ভাটির জনপদ প্লাবিত করছে। কিন্তু নিচের দিকে পানি সেভাবে নামছে না বিধায় গ্রাম-জনপদ ডুবছে। এতে নদীভাঙন ত্বরান্বিত করছে।

বন্যাকবলিত সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তা, জাফলং, কানাইঘাট, বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ। গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরের সঙ্গে সবকটি ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ৯০ শতাংশ মানুষ পানিবন্দি। উপজেলার সদর, পূর্ব ও পশ্চিম জাফলং, মধ্য জাফলং, পূর্ব ও পশ্চিম আলীর গাঁও, রুস্তমপুর, তোয়াকুল, লেংগুড়াসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষ কষ্টে আছেন। কানাইঘাট পৌর শহরের পূর্ব বাজারে পানি প্রবেশ করায় অনেক দোকানপাট তলিয়ে গেছে। সীমান্তবর্তী উপজেলা জকিগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের গ্রামগুলোতে শত শত মানুষ পানিবন্দি। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে।

সুনামগঞ্জে পানিবন্দি মানুষের দুর্ভোগ

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বুধবার দুপুরে সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৩৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, সুরমাসহ জেলার সবকটি নদীর পানি বেড়েছে। এরই মধ্যে জেলার পাঁচটি উপজেলা বন্যা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, দোয়ারাবাজার ও ছাতকসহ পাঁচটি উপজেলার অন্তত ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। অনেক স্থানের বাড়ির রান্নাঘরে পানি ওঠায় তাদের খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা হচ্ছে। সুনামগঞ্জ পৌর শহরের সাহেব বাড়ি ঘাট, উত্তর আরপিননগর, পুরানপাড়া, বড়পাড়া এলাকার রাস্তাঘাট বানের পানিতে ডুবে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। পানিবন্দি মানুষ জানান, ঢলের পানি ঘরের ভেতরে ঢুকে চুলাও পানির নিচে তলিয়ে গেছে। অনেকে আবার টিনের বড় ড্রামগুলোকে নৌকা হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন। সুনামগঞ্জের ১২টি উপজেলায় ইতিমধ্যে ২০ মেট্রিক টন করে খাদ্যসামগ্রী বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জহুরুল ইসলাম জানান, সুনামগঞ্জে আরো দুই দিন বৃষ্টিপাত থাকবে।

ছাতক সংবাদদাতা জানান, বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে অনেক ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, মৎস্য খামার, গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও হাটবাজার। উপজেলার সর্বত্রই এখন বন্যার পানি থইথই করছে। সুরমা, পিয়াইন, চেলা নদীসহ সব নদনদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শহরের অদূরে রহমতবাগ এলাকায় তলিয়ে গেছে ছাতক-সিলেট সড়ক। দুপুর থেকে সিলেটসহ সারা দেশের সঙ্গে ছাতকের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ছাতক-দোয়ারা সড়ক, আমবাড়ী, জাউয়া, নোয়ারাইবালিউরা, নরশিংপুর, চৌমুহনী বাজার, কৈতক-হায়দরপুর, জালালপুর-লামারসুলগঞ্জ, জাউয়া-বড়কাপন মুক্তিরগাঁও, লাকেশ্বর, মাদ্রাসা বাজার সড়কসহ গ্রামীণ সবকটি সড়কে পানি।

তাহিরপুর সংবাদদাতা জানান, বন্ধ হয়ে গেছে উপজেলা সদরের সঙ্গে আন্তঃ সড়ক যোগাযোগ। তাহিরপুর-সুনামগঞ্জ সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। হাওরের ঢেউয়ের কবলে ভাঙছে বাড়িঘর।

সিলেট সুনামগঞ্জে বন্যার অবনতি

P-1/15, Ittefaq, 18 June 2022

ওসমানী বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ ● দুই জেলায় ১৪ লাখ লোক পানিবন্দি ● সুনামগঞ্জ শহরের কোথাও কোথাও গলাপানি ● গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ● উদ্ধার কাজে সহায়তায় সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্য মোতায়েন ● কুমারগাঁও বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন ঝুঁকিতে ● উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি নদনদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে

যে সব স্থানে বিপৎসীমার ওপরে পানি

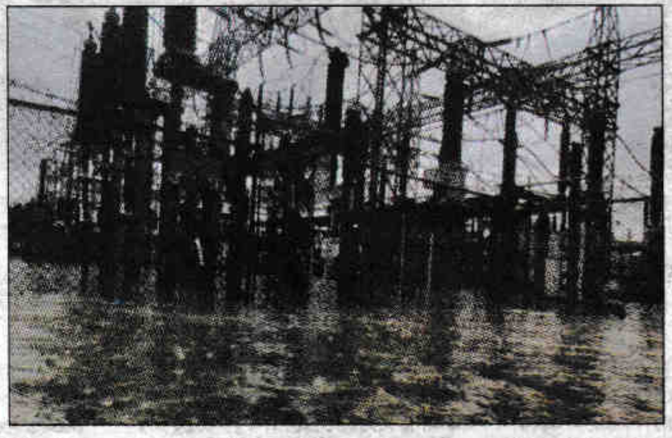

সিলেট : শহরের কুমারগাঁওয়ের বিদ্যুৎকেন্দ্রে বন্যার পানি। প্রকৌশলীরা জানান, আর চার-পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ পানি বাড়লে সিলেট বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে —আব্দুল বাতিন ফয়সল

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। এই দুই জেলায় অন্তত ১৪ লাখ লোক পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। রানওয়ের কাছাকাছি পানি এসে যাওয়ায় গতকাল বেলা সাড়ে ৩টায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ধরনের ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ শহর গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে অনেক স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই। সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে সিলেটের সড়ক যোগাযোগ এখনো বন্ধ রয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছেন। দেখা দিয়েছে খাবার পানির তীব্র সংকট। সিলেট শহরের কুমারগাঁওয়ের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ঝুঁকিতে রয়েছে। নদী উপচে ক্যাম্পাসে পানি প্রবেশ করায় শাবির পরীক্ষা ও ক্লাস ২৫ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি নদনদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক গ্রাম প্লাবিত ও বহু মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

সিলেট থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও আহসান হাবিব জানান, পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ৪ আষাঢ় ১৪২৯
১৮ জুন ২০২২

সিলেট সুনামগঞ্জে

P-1/15, Ittefaq, 18 June 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার বিকালের দিকে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সব ধরনের ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিলেট বিমান বন্দর সিভিল এভিয়েশনের ম্যানেজার আবদুল হাফিজ শুক্রবার বিকালে ইত্তেফাককে জানান, রানওয়ের কাছাকাছি পানি এসে যাওয়ায় বেলা সাড়ে ৩টায় তারা সব ধরনের বিমান চলাচল আগামী তিন দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। বিভাগীয় শহর সিলেটের বিভিন্ন ছড়া, খাল ও ড্রেন দিয়ে পানি প্রবেশ করছে। নদী উপচে শাবি ক্যাম্পাসে পানি প্রবেশ করায় সেখানে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ শুরু হয়েছে। শাবিতে ২৫ জুন পর্যন্ত পরীক্ষা ও ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে। সেখানে বিদ্যুৎ ও পানির অভাব দেখা দিয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছেন। সিলেট বিভাগীয় শহরের বহু আবাসিক এলাকা ডুবে গেছে। শহরের অবস্থা যেখানে চরম অবনতি সেখানে গ্রামগুলো কী অবস্থায় রয়েছে সম্পূর্ণ তথ্য জানা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বানভাসি মানুষদের উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য ৮ প্লাটুন সেনাসদস্য নামানো হয়েছে সিলেট ও সুনামগঞ্জে। পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধারসহ সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে সিলেটস্থ ১৭ পদাতিক ডিভিশন সিলেটের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং বরাবর সিলেটের জেলা প্রশাসক মজিবুর রহমান চিঠি পাঠালে ৮ প্লাটুন সেনা সদস্য মাঠে নামানো হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো, চিকিৎসা সহায়তা, খাবার ব্যবস্থা, খাদ্য গোদাম রক্ষা করার কাজে নেমেছেন। সিলেটে সেনাবাহিনীর ১৭ পদাতিক ডিভিশন প্রধান মেজর জেনারেল হামিদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে নৌসদর দপ্তর থেকে গতকাল জানানো হয়েছে যে, বানভাসি মানুষদের উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য নৌবাহিনীর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৩২ সদস্যের ডুবুরি দলের বোট নিয়ে গতকাল রাত ১২টার পর থেকে উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়ার কথা। দ্বিতীয় ধাপে চিকিৎসা প্রদান ও ত্রাণতৎপরতায় অংশ নিবেন নৌবাহিনীর সদস্যরা।

এদিকে সিলেট শহরের কুমারগাঁওয়ের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হুমকির সম্মুখীন। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে প্রকৌশলীরা জানান, ৪-৫ ইঞ্চি পরিমাণ পানি বাড়লে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা ঐ কেন্দ্রের চারদিকে বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ দিয়ে পানি আটকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেয়র আরিফ সেখান থেকে জানান, যে কোনো মূল্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু রাখতে হবে। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অনেকটা শঙ্কামুক্ত করা গেছে। এ খবরটি শহরবাসীকে আশ্বস্ত করেছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যার কারণে হাওর-নদী, গ্রাম-শহর এখন একাকার। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। হাওরের গর্জন, তীব্র পানির সে াতের দৃশ্য এবং আকাশে মেঘের গর্জন, বজ্রপাত বানভাসি মানুষদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জে অনেক বাড়িঘর, বৃক্ষ ঢলের তোড়ে ভেসে যেতে দেখা যায়। দুই জেলার পানিবন্দি অন্তত ১৪ লাখ মানুষ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে। বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে একতলা বাসাবাড়িতে রান্নার চুলা বহু আগেই ডুবে গেছে।

অন্যদিকে সুনামগঞ্জ জেলা শহর গ্যাস, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেক স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। এলাকার প্রকৃত খবরাখবর সংগ্রহ করা—এমনকি সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। এখানে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, বিস্কুট, মোমবাতি, দিয়াশলাই এখন বেশি প্রয়োজন। সুনামগঞ্জের সাতটি উপজেলার পরিস্থিতি গুরুতর। সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে বিভাগীয় শহর সিলেটের সড়ক যোগাযোগ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়ই বন্ধ হয়ে যায়। বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছেন। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে।

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি মো. বুরহান উদ্দিন জানান, শহরের বহু বাসাবাড়িতে এখন কোমরপানি, গলাপানি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দুটি অফিসই ডুবে গেছে। অফিস-আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি। জেলা প্রশাসকের বাসভবন, পুলিশ সুপারের অফিসসহ ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্লাবিত হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা চলছে।

বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নিয়েছে সিলেটের গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও সিলেট সদর এবং সুনামগঞ্জ পৌর এলাকা, সদর, ছাতক, দোয়ারাবাজার ও বিশ্বম্ভরপুরে। সিলেটের জেলা প্রশাসক মজিবুর রহমান বিকালে ইত্তেফাককে বলেন, সিলেটে অন্তত ১০ লাখ লোক পানিবন্দি। সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাঠে নেমেছেন। তারা উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহযোগিতা করবেন। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ৩২০ টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ১০ হাজারের বেশি লোক আশ্রয় নিয়েছে। ৪০০ টন খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে সিলেটে। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানান সিলেটের জেলা প্রশাসক।

শুক্রবার সকাল থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাকবলিত পানিবন্দি মানুষকে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইঘাট, জৈন্তা, সিলেট সদর, বিশ্বনাথ এবং সুনামগঞ্জের ছাতক, দোয়ারাবাজার, দিরাই, জামালগঞ্জ উপজেলার অবস্থা খুব খারাপ। পর্যাপ্ত নৌকা ও উদ্ধারকর্মী না থাকায় পানিদ্রুত আটকাপড়া মানুষ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো কোনো স্থানে কেউ কেউ গাছেও আশ্রয় নিয়েছেন।

সুনামগঞ্জের ১২টি উপজেলায় ইতিমধ্যে ২০ টন করে খাদ্যসামগ্রী বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন

সিলেট শহরতলির বাসিন্দাদের অনেকে বন্যার পানির মধ্যেও কয়েক দিন ধরে বাড়িতে অপেক্ষা করেছে। পানি আরো বাড়ায় বাড়িতে টিকতে না পেরে শেষ মুহূর্তে গলাপানি পাড়ি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে মানুষ। গতকালের ছবি —আব্দুল গনি

P-1/15 Ittefaq, 19 June 2022

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে সিলেট-সুনামগঞ্জ

কঠিন দুর্ভোগে ৫০ লাখ মানুষ

ডুবে থাকা সুনামগঞ্জ এখনো অন্ধকারে, খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট • পানি ঢোকায় সিলেট রেল স্টেশন বন্ধ ঘোষণা • সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিজিবির উদ্ধার তৎপরতা • নৌযানের অভাবে উদ্ধারকাজ ব্যাহত • ঢলে শেরপুর ও নেত্রকোনায় নিখোঁজ তিন জনের লাশ উদ্ধার • নেত্রকোনায় সেতু ভেঙে ট্রেন চলাচল বন্ধ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

অবিরাম বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে সিলেট জেলার ৩০ লাখ ও সুনামগঞ্জ জেলার ২০ লাখ লোক কঠিন সময় পার করছেন।

বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় সিলেট রেলস্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর বিদ্যুৎ না থাকায় বন্যার পানিতে ডুবে থাকা সুনামগঞ্জ এখনো অন্ধকারে রয়েছে। এদিকে পানি প্রবেশ করায় গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে কুমারগাঁও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রটি নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে সিলেটে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও পানি নিষ্কাশন করে উপকেন্দ্রটি চালু করা হলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিলেটের কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়। বানভাসি এলাকাগুলোতে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, গো-খাদ্য ও জ্বালানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। শেরপুর ও নেত্রকোনায় ঢলে নিখোঁজ তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নেত্রকোনায় সেতু ভেঙে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিজিবির উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

সিলেট থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জানান, স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে সিলেট জেলার ৩০ লাখ ও সুনামগঞ্জ জেলার ২০ লাখ লোক কঠিন সময় পার করছেন। আশির ঊর্ধ্ব অনেকেই বলছেন, তারা ইতিপূর্বে এমন বন্যা দেখেননি। বন্যার পানি ক্রমেই বাড়ছে। সারা দিন অন্ধকার হয়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। কাঁচাবাজারসহ নিত্যপণ্যের দোকানে বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় মালামাল নষ্ট হচ্ছে। বিভাগীয় শহরের জিন্দাবাজারে অনেক শপিংমলে পানি ঢুকেছে। ওসমানী হাসপাতালেও পানি ঢুকেছে। চারদিকে বন্যার্তদের আহাজারি চলছে। মসজিদে মসজিদে দোয়া চলছে। বহু মসজিদে পানি ঢুকেছে। এদিকে বন্যার্তদের উদ্ধার ও সহযোগিতায় প্রশাসনের সাথে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনী কাজ করছে। বন্যাকবলিত সিলেট ও সুনামগঞ্জের ২৪টি উপজেলায় এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, মোমবাতি, দিয়াশলাই, টর্চ, ছাতা, লাইফ জ্যাকেট, নগদ টাকা। আর উদ্ধার কাজ চালানোর

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

কঠিন দুর্ভোগে ৫০ লাখ

P-1/15, Ittefaq
19 June 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য দরকার নৌকা।

সিলেটের সবগুলো উপজেলাই বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে জানিয়ে জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে বলেন, এ পর্যন্ত সিলেটের বন্যার্তদের জন্য ৬১২ টন চাল, ৪২ লাখ টাকা ও ৮ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, অনেক এলাকায় নৌযানের অভাবে পানিবন্দি লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারছে না। তাদের উদ্ধারে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী মাঠে নেমেছে। তারা কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারে কাজ করেছেন। তিনি জানান, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী মিলে হাজার খানেক লোককে দুর্গম এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বলেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এখন ফাঁকা নেই। বেশির ভাগই তলিয়ে গেছে। বাকিগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে নগরের বাইরের প্রায় সবগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার থেকে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি চলছে। প্রবল বর্ষণ ও ঢলের চাপে সিলেটে মানবিক বিপর্যয় চলছে। অন্যদিকে শনিবার থেকে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় বন্যা বিস্তৃতি লাভ করছে। সিলেটের অনেক স্থানে সড়ক যোগাযোগ সরাসরি বন্ধ রয়েছে। এছাড়া পানি উঠায় সিলেট রেলস্টেশন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখন মাইজগাঁও থেকে ট্রেন চলাচল করছে। এর আগে রানওয়েতে পানি প্রবেশ করায় শুক্রবার থেকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ধরনের বিমান উঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সিলেট নগর ও জেলার সবকয়টি উপজেলায় পানি ঢুকে পড়েছে। সিলেটে শহরের উঁচু স্থানও প্লাবিত হচ্ছে। সিলেট ওসমানী হাসপাতালের নিচ তলায় হু-হু করে পানি ঢুকতে দেখা যায় গতকাল দুপুরে। জরুরি বিভাগ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি প্রবেশ করে। অনেক রোগী হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শহরের বিভিন্ন ছড়া ও খাল দিয়ে পানি ঢুকছে। সুরমা তীরবর্তী আবাসিক এলাকা উপশহর, সোবহানীঘাট, তেররতন, শেখঘাট, নবাব রোড, কুশিঘাট, তালতলা, কাজীরবাজার, শিবগঞ্জ, খরাদিপাড়া, তপোবন আবসিক এলাকা, আখালিয়া মাছিয়ে পানি এখন মূল শহরের জিন্দাবাজারে পৌঁছেছে।

প্রবাসীদের আহাজারি

সুনামগঞ্জ জেলা শহরের সঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সেখানে সম্পূর্ণভাবে মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় অনেকেই প্রবাস থেকে এবং ঢাকা-সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের বৃদ্ধ মা-বাবা ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। বিদ্যুৎ না থাকায় পরিস্থিতি আরো বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে।

নৌকাই ভরসা

বন্যাকবলিত সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলায় নৌকাই এখন ভরসা। কিন্তু নৌকারও সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে সরকারি-বেসরকারি উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধার ও প্রয়োজনীয় সেবার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা বন্যার শুরু থেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এখন বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা। শুক্রবার থেকে সেনাবাহিনী এবং শনিবার থেকে নৌবাহিনী উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। নৌবাহিনীর ডুবুরিরাও এসে পৌঁছেছেন।

কুমারগাঁও বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঝুঁকিতে

শুক্রবার সিলেট কুমারগাঁও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে পার্শ্ববর্তী সুরমার পানি ঢুকে পড়লে সেটি ঝুঁকিতে পড়ে। পরে সেনাবাহিনী, সিটি করপোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দমকল বাহিনী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে উপকেন্দ্রেটি চালু রাখেন। কিন্তু শনিবার পানি বৃদ্ধির কারণে আবার বেলা ১১টার দিকে ঐ কেন্দ্রটি নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে পানি নিষ্কাশন করে সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপকেন্দ্রটি চালু করা হলে নগরীর কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রকৌশলীরা জানান, অনেক স্থানে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে।

অন্যদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসছে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরা উদ্ধারের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। অনেক স্থানে ঘরের চালের ওপর মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকে উঁচু আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছেন। নৌকার অভাবে অনেকে বুক সমান পানি সাঁতরে শুকনো স্থানের দিকে ছুটছেন। কিন্তু শুকনো স্থানেরও অভাব।

অনেকেই বলছেন, সিলেটে যেন মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিচতলা ডুবে গেছে। আশ্রয় শিবির-এমনকি নিজের দুইতলা-তিনতলা ঘরেও লাখ লাখ মানুষ খাদ্যের সংকটে রয়েছেন। সুনামগঞ্জ শহরের অনেক বাসায় বৃদ্ধরা আটকা আছেন। ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। শহরের উঁচু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর, হাসপাতাল, হোটেলে বানভাসি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সেখানে বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্যের অভাব চরমে। শহরে বিশুদ্ধ পানির উৎস ডুবে আছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ না থাকায় পানি উঠানো যাচ্ছে না। নিচতলায় গ্যাসের চুলাও ডুবে গেছে। সুনামগঞ্জ জেলা শহর গত বৃহস্পতিবারেই ডুবে যায়। সেখানে একতলা ভবন গুলোতে কোথাও কোমর পানি ও কোথাও বুক পানি। পৌর এলাকার শতভাগ বাসাবাড়ীতে ঢলের পানি। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গির হোসেন তার বাসভবনের কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তারা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা

পরিস্থিতির আরো অবনতির আশঙ্কা করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবহাওয়া বিভাগসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা। সিলেট আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ সাঈদ আহমদ চৌধুরী ইত্তেফাককে জানান, গত ১-১৮ জুন পর্যন্ত সিলেটে ১ হাজার ৭৮ মি.মিটার এবং শনিবার সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ১৫৭ মি.মিটার বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এ মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টির চেয়ে ৩১ ভাগ বেশি বৃষ্টি হয়েছে শনিবার পর্যন্ত। চেরাপুঞ্জিতে শনিবার সকাল ৬ টা পর্যন্ত ১৬২ মি.মিটার বৃষ্টি হয় জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর

টানা ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। সিলেটের গোয়াইনঘাট থেকে ছবিটি ড্রোন দিয়ে তুলেছেন **আব্দুল গনি**

P-1/15, Ittefaq, 20 June 2022

বিস্তৃত হচ্ছে বন্যা

সিলেট-সুনামগঞ্জের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত ● আরো বৃষ্টির পূর্বাভাস ● সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ চালু ● খাবার-পানি-ওষুধের জন্য হাহাকার ● সিলেটে সেনাপ্রধান ● কেন্দুয়ায় ত্রাণ দিতে গিয়ে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু ● কিশোরগঞ্জের চার উপজেলা বিদ্যুৎবিহীন

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিস্তৃত হচ্ছে দেশের বন্যা কবলিত এলাকা। টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের নদ-নদীতে পানি বাড়ছেই। এতে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এদিকে, সিলেট ও সুনামগঞ্জ এখনো বন্যার পানিতে ভাসছে। পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বন্যা কবলিত এলাকায় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ ও গোখাদ্যের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ চালু হয়েছে। এদিকে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। উজানের পানিতে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি দ্রুত বাড়ছে। এর প্রভাবে গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, লালমনিরহাট ও জামালপুরেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পানিবন্দি এলাকায় খাবার ও সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বানভাসী মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টায় টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

বিস্তৃত হচ্ছে বন্যা

P-1/15/ Ittefaq, 20 June 2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সতর্কীকরণ কেন্দ্র। নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় ত্রাণ দিতে গিয়ে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। ভৈরবে মেঘনা পাড়ে চাতাল কল ভেঙে দুই শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন।

অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর

সিলেট অফিস: স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার পানিতে এখনো ভাসছে সিলেট ও সুনামগঞ্জের অর্ধকোটি মানুষ। কখন অবস্থার উন্নতি হবে বলা যাচ্ছে না। সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এস এম সফি উদ্দিন আহমদ রবিবার দুপুরে বন্যা কবলিত সিলেট সফরে এসে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেনাবাহিনী বন্যা কবলিত এলাকায় সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাবে।'

এদিকে রবিবার সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি কম হওয়ায় মানুষের মধ্যে কিছুটা আশা জাগালেও সার্বিক অবস্থার তেমন পরিবর্তন নেই। আবহাওয়া বিভাগ বলেছে আরো বৃষ্টি হবে। তাই বন্যার্তরা উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন। সিলেট ও সুনামগঞ্জের ২৪ টি উপজেলার অবস্থা খুব খারাপ। কোথায়ও সড়ক যোগাযোগ নেই। বন্যা কবলিত এলাকায় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ওষুধ ও গোখাদ্যের চরম সংকট। অনেক স্থানে গবাদি পশু মরে গেছে। চাষের মাছ, হাঁসমুরগি ভেসে গেছে। অন্যদিকে আশ্রয় শিবির ও বাসাবাড়িতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন অনেকেই। নৌযানের অভাবে ত্রাণ পৌছানো যাচ্ছে না অনেক স্থানে। মোবাবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় অনেক স্থানের প্রকৃত খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল দুপুরে সিলেট রেল স্টেশন থেকে পানি নেমেছে। রেল যোগাযোগ শুরু হয়েছে বলে রেলওয়ে সূত্র জানায়।

সিলেট সিটি করপোরেশন, সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার বসিন্দারা এখনো পানির মধ্যে। কোন কোন স্থানে পানি কয়েক ইঞ্চি কমলেও বানভাসি মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নতি নেই। কিছু এলাকার পানি কমতে শুরু করলেও নগরীর উপশহরে এখনো প্রচুর পানি।

'বন্যার পানি কমতে সময় লাগবে। দুএকদিনের মধ্যেই যাবে না,' এই মন্তব্য করে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এস এম সফি উদ্দিন আহমদ রবিবার বন্যা কবলিত এলাকা সিলেট সফরে এসে বলেন, 'এমন বিপর্যয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ করে বন্যা এসে গেছে। এখন কাজের সময়, যত কষ্টই হউক দুর্গম এলাকায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ সহায়তা দিয়ে যাবো আমরা। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী নিজস্ব উদ্যোগে খাবার, চিকিৎসা দিচ্ছে। তবে অনেক অর্গানেইজেশন বন্যার্তদের ত্রাণ দিতে প্রস্তাব করেছে- বিষয়গুলো সমন্বয় করার চিন্তা করছি। সেনাপ্রধান বলেন, 'আমি সব যায়গায় যাচ্ছি- আমাদের অপারেশন আরো কিভাবে সুন্দর করা যায় তা দেখার জন্য। জানাতে এসেছি বাসভাসি মানুষের পাশে সেনাবাহিনী আছে। আর সবাই মিলে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠবো।

এদিকে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের শত ভাগ আবাসিক এলাকা, অফিস, রাস্তাঘাট, মসজিদ মন্দির প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বসভবনে কোমর পানি, বুক পানি- সেখানে গ্রামগুলোর কি অবস্থায় সহজেই অনুমেয়। আক্ষরিক অর্থেই সুনামগঞ্জ জেলা শহরসহ ১২ টি উপজেলা দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। এমনকি মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ঢাকা থেকে ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে জানান, সুনামগঞ্জে পানি কমছে। জেলা প্রশাসন বন্যার্তদের জন্য সব কিছু করে যাচ্ছে। সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে সিলেট-সুনামগঞ্জ একমাত্র সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গত বৃহস্পতিবারেই বন্ধ হয়ে পড়ে। এর পর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। খাদ্য-আশ্রয় ও বিশুদ্ধ পানি, জ্বালানি, মোমবাতির জন্য হাহাকার করছে মানুষ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ঐ এলাকার দোকানগুলোতেও খাদ্য সংকট চলছে। স্থানীয় সংবাদকর্মী এনটিভির দেওয়ান গিয়াস সহ অনেকেই নিজেদের ফেসবুকে 'লাইভে' এসে খাদ্যের জন্য আকুতি জানিয়েছেন। তারা বলেন, 'আশ্রয় কেন্দ্রে ও আটকে থাকা দোতলা-তিনতলা বাসায় বানভাস ধনী-গরীব সবাই এখন আকাশের দিকে চেয়ে আছেন।' 'রবিবার সিলেট থেকে নৌপথে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সুনামগঞ্জের দিকে রওয়ানা দিলে সেটি দোয়ারাবাজারে কাছে গিয়ে আটকে পড়ে,এখন হেলিকপ্টারে করে খাদ্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু শহরের কোথাও কোন দালানের ছাদে হেলিকপ্টার নামার স্থান পাওয়া যাচ্ছে না,' জেলা প্রশাসক মো.জাহাঙ্গির হোসেনের বরাত দিয়ে ঢাকা থেকে অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ জেসমিন আরা রবিবার দুপুরে ইত্তেফাককের এই প্রতিনিধিকে বলেন, 'মানুষ কি কষ্টে ও বিপদে আছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।'

রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের মূল ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে পানি কয়েক ইঞ্চি নেমেছে। নিজেদের জমানো সঞ্চয় আর মানুষের সহায়তাই এখন মানুষের ভরসা। স্থানীয়রা জানান, যাতায়াত ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ায় ত্রাণ কার্যক্রমও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। অনেকের ঘরে চাল-সবজি থাকলেও সেগুলো রান্না করে খাওয়ার মতো ব্যবস্থা নেই। অনেকেই বলেছেন টাকা আছে খাবার নেই। সিলেট সিটি করপোরেশনের বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রুহুল আলম বলেন, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে কতজন রয়েছে, সেটি বলা যাচ্ছে না। এখন সব কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সরকারিভাবে ৩০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে সেগুলোও আনা হয়নি। খাবার সরবরাহ এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি।

সিলেটে পানিবাহিত রোগব্যাধির সংক্রমণ বাড়ছে। বিশেষ করে ডায়রিয়ার প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। সিলেট সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, এখন অবধি ৪৫০ জন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া চর্মরোগেও ভুগছেন কয়েকজন।

মৌলভীবাজার : জেলার বড়লেখা, জুড়ী, সদর উপজেলা, কুলাউড়া, রাজনগর, কমলগঞ্জ এবং শ্রীমঙ্গলে বন্যা দেখা দিয়েছে। ৩২৫ গ্রামের প্রায় ২ লাখ সাড়ে ৭ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। এ সকল গ্রামের অধিকাংশ সড়ক পানিতে তলিয়ে গেছে। গ্রামগুলোর সঙ্গে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। পাহাড়ধসে উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের আয়েশাবাগ চা বাগানে রাজন ব্যানার্জি (৬০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আদিত্যের মহাল এলাকায় ঢলের পানিতে শনিবার তলিয়ে যাওয়া শিশুর মৃতদেহ রবিবার উদ্ধার হয়েছে। বিদ্যুতের সাব স্টেশনে বন্যার পানি ঢোকায় ইতিমধ্যে জুড়ী ও বড়লেখায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

হবিগঞ্জ : জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। রবিবার বিকাল পর্যন্ত জেলার নবীগঞ্জ, আজমিরিগঞ্জ, লাখাই ও বানিয়াচঙ্গ উপজেলার মোট ২১টি ইউনিয়নে বন্যার পানি ঢুকেছে। অন্তত ১৫০টি গ্রামের মানুষ অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছেন। মানুষজন বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিচ্ছেন। খোয়াই ও কুশিয়ারা নদীর পানি ক্রমশ বৃদ্ধি। এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোয়ালনগরে খোয়াই নদীর ৭ মিটার বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় নদীর পানি নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করেছে। তবে বিবিয়ানা গ্যাসকূপ থেকে বন্যার পানি প্রায় তিন ফুট নিচে রয়েছে। আজমিরিগঞ্জ উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় কুশিয়ারা নদীর হাওর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যাওযায় বানিয়াচঙ্গ নবীগঞ্জ ও আজমিরিগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন

১১ জেলা ডুবিয়ে পানি নামছে মধ্যাঞ্চলে

■ আনোয়ার আলদীন

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ধীরগতিতে পানি নামতে শুরু করলেও পরিস্থিতি এখনো ভয়াবহ। এখন নদনদীর দুই কূল প্লাবিত বানের পানি ধাবিত হচ্ছে দেশের মধ্যাঞ্চলের দিকে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাধীন ১০৯টি নদনদীর মধ্যে ৯৫টির পানি বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনক মাত্রায়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, ধরলা, দুধকুমারসহ ৯টি প্রধান নদনদীর পানি ১৯টি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

P-1+15
Ittefaq,
21 June 2022

বন্যার পানিতে ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। নেই কোনো খাবার। তাই নৌকায় ছোট্ট শিশুসন্তানদের নিয়ে খাবারের সন্ধানে বের হয়েছে এই পরিবার। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বীরকুলি গ্রাম থেকে ছবিটি তুলেছেন আব্দুল গনি

১১ জেলা ডুবিয়ে পানি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

P-1+15, Ittefaq, 21/06/2022

হচ্ছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া গতকাল রাতে ইত্তেফাককে বলেন, বর্তমানে দেশের ১১টি জেলা বন্যাকবলিত হয়েছে। আরো তিন জেলায় বন্যার বিস্তার ঘটবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা উপদ্রুত জেলাগুলো থেকে পানি কমতে শুরু করেছে। তবে পানি বাড়ছে মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতে। আগামী তিন দিন এই পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে এই যাত্রায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি বন্যার সম্ভাবনা নেই।

মো. আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, আবহাওয়া সংস্থাগুলোর গাণিতিক মডেল অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, ধরলা, দুধকুমারসহ সব প্রধান নদনদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে ভারতের মেঘালয় প্রদেশে ভারী বর্ষণের প্রবণতা কমে এসেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। অন্যদিকে হবিগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এ সময় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আছে জানিয়ে তিনি বলেন, এর ফলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার নদনদীসমূহের পানির সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড নদনদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কয়েক দিনের ভারী বর্ষণ আর উজানের পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানির প্রবাহ রেকর্ড করা হয় ৫২ দশমিক ৯১ মিটার। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি নুনখাওয়া, হাতিয়া, চিলমারী ও ফুলছড়ি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বাহাদুরাবাদ, সারিয়াকান্দি, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও পোড়াবাড়ি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপরে উঠেছে যমুনা নদীর পানি। সুরমার পানি কানাইঘাট, সিলেট ও সুনামগঞ্জ পয়েন্টে, কুশিয়ারার পানি অমলশীদ ও শেওলায় বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ছাড়া ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম, ঘাঘট নদীর পানি গাইবান্ধা, খোয়াই নদীর পানি বল্টা, পুরাতন সুরমা নদীর পানি দেরাই ও সোমেশ্বরী নদীর পানি কমলাকান্দা পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, দেশের আট বিভাগেই আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে ৭২ ঘণ্টার আগে আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সিলেট, রংপুরসহ দেশের পাঁচ বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। এতে রংপুর ও সিলেট অঞ্চলে বন্যার অবনতি ঘটতে পারে। একই সঙ্গে ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম ও সিলেটে পাহাড়ধসের আশঙ্কার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশেই বৃষ্টি হয়েছে। তবে বৃষ্টির প্রবণতা বেশি ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে। এই সময়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রামে।

আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয়। আজ রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী তিন দিন বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ৭ আষাঢ় ১৪২৯
২১ জুন ২০২২

P-5, Ittefaq, 21 June 2022

বন্যা : বাংলাদেশের ললাট লিখন

■ সাইদুল ইসলাম

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বন্যা নতুন কিছু নয়। উজান থেকে নেমে আসা ঢল এবং অতিবৃষ্টির কারণে প্রতি বছরই এই দেশে বন্যা হয়। তবে কোনো কোনো বছর পানির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মানুষের দুর্দশা বাড়ে। বাংলাদেশে সাধারণত বেশ কয়েকটি কারণে বন্যা হয়। প্রধান কারণটি হচ্ছে অতিবৃষ্টি। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানি সরতে বেশ কয়েক দিন লেগে যায়। আবার উজান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানিও অনেক সময় বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পাঁচ মিটার ওপরে। পাহাড়ি ঢল এবং অতিবৃষ্টির কারণে পানি দ্রুত সরতে না পারলে বন্যার তীব্রতা বাড়ে।

বৃষ্টির পানি সমুদ্রে নেমে যাওয়ার জন্য যে সহজ পথ, সেগুলোতে নানা কারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে, নিচু জমিগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে পানির আধারগুলো নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে আসা পলিমাটির কারণে বিভিন্ন নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় বন্যার তীব্রতা বাড়ে। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশ বন্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৮০ ভাগই বন্যাপ্রবণ। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে, বাংলাদেশের এই ৮০ ভাগ এলাকা কোনো না কোনো সময় বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে বন্যা কম বা বেশি তা নির্ভর করে বর্ষার তীব্রতার ওপর। এক হিসেবে দেখা গেছে, প্রতি বছরই বাংলাদেশের অন্তত ১৬ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। গড়ে প্রতি বছর ৫ হাজার লোক মারা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এসব বন্যাকে নানাভাবে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে আকস্মিক বন্যা, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বন্যা, নদীভাঙনের কারণে সৃষ্ট বন্যা।

ইতিহাসে বন্যা

বন্যা বাংলাদেশে নতুন নয়। প্রায় প্রতি বছরই হচ্ছে এটি। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বড় বন্যা হয়। এই শতাব্দীতে মোট ছয়টি বড় বন্যা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৮৮২, ১৮৫৮, ১৮৭১, ১৮৭৫, ১৮৮৫ এবং ১৮৮৮ সালে সৃষ্ট বন্যা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। বিংশ শতাব্দীতে এসে ১৮টি বড় বন্যা বাংলাদেশে আঘাত হানে। ১৯৫১, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০০৪ এবং ২০১০ সালের বন্যা ছিল ভয়াবহ। এর মধ্যে ১৯৮৭ সালের বন্যা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী এ বন্যায় ৫৭ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা গ্রাস করেছিল, যা ছিল দেশের মোট আয়তনের ৪০ শতাংশ। ১৯৮৮ সালের বন্যা ছিল আরো ভয়াবহ। এ বন্যায় ৮২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা তলিয়ে যায়। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী এ বন্যায় রাজধানী ঢাকাকেও গ্রাস করে। ২০ দিনব্যাপী স্থায়ী এ বন্যায় ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও ছিল ভয়াবহ। এ সময় দেশের ৭৫ শতাংশ এলাকা তলিয়ে যায়। এ বছর অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রায় ৩ কোটি লোক এ বন্যায় ঘরবাড়ি হারায়। ১ হাজারের বেশি লোক মারা যায়। ৭ লাখ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। ৪০০ কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। অর্থনীতির ক্ষতি হয় ২০ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে আবার হানা দেয় বন্যা। ৬৫ দিন স্থায়ী এ বন্যায় বহু লোক ঘরবাড়ি হারায়। সরকার বৈদেশিক সহায়তা দিয়ে এ বন্যা মোকাবিলা করে। ২০০৪ সালের বন্যাও ছিল ১৯৮৮ মতো ভয়াবহ। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়। ২০০৫ সালের বন্যার কারণটি ছিল অতিবৃষ্টি। নদনদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় ৪০টি জেলার ২৫২টি গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে যায়। কয়েক লাখ লোক ঘরছাড়া হয় এ বন্যায়।

বন্যার কারণ

বেশ কয়েকটি কারণে বাংলাদেশে বন্যা হয়ে থাকে। এর কোনোটা মানবসৃষ্ট আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক। দ্রুত নগরায়ণের ফলে বিভিন্ন নিচু জমি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে পানির আধারগুলো নষ্ট হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে দেশ নগরায়ণের দিকে ঝুঁকছে। বাড়িতে জনসংখ্যার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কারণেও বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে, দেশব্যাপী রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য নির্মাণকাজের ফলে পানি আটকে যাচ্ছে। তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বন্যার প্রধানতম কারণ হচ্ছে নদনদী ভরাট হয়ে যাওয়া। উজান থেকে নেমে আসা ঢলের সঙ্গে পলিমাটি এসে নদীর তলদেশ ভরাট করে দিচ্ছে। এতে পানির আধার ছোট হয়ে আসছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় দখলের কারণে নদীর ব্যাস কমে যাচ্ছে। এতে বন্যা আরো তীব্র হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে অনেকে মনে করেন।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বহুবিধ। একসময় মনে করা হতো বন্যায় শুধু ফসলি জমি তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বহুবিধ ধারণা মিলছে। বিশেষ করে, গরিব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য বন্যা অভিশাপ নিয়ে আসে। ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় ২০১৮ সালে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখানো হয়—বন্যার কারণে কীভাবে গরিব মানুষ আরো গরিব হচ্ছে। ফসলহানি এবং অন্যান্য কারণে তাদের কর্মসংস্থান থাকে না। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, জীবন চালিয়ে নেওয়ার জন্য গরিবদের অনেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। বন্যার কারণে কৃষকরা উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করতে পারে না। রাস্তঘাট ডুবে যাওয়ার কারণে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্যার কারণে বাংলাদেশের শিশুরা অপুষ্টির শিকার হয় বলেও গার্ডিয়ানের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে বলা হয় বন্যার সময় বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার ৯০ শতাংশ লোক প্রয়োজনের তুলনায় কম খায়। এতে করে তারা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। আরেক হিসেবে দেখা যায়, বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। মায়ের পুষ্টি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রায় ৫০ শতাংশ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। কৃষির পাশাপাশি মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয় বন্যায়। বন্যার কারণে পুকুর, ঘের, এবং অন্যান্য জলাশয়ের মাছ ভেসে যায়। এতে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হন কৃষকরা। তবে বন্যায় ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি যেমন আছে, সঙ্গে সঙ্গে এর উপকারও আছে। পাহাড়ি ঢলের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রবেশ করছে উর্বর পলিমাটি। এর ফলে সারের ব্যবহার কিছুটা হলেও কমছে। ফসল উৎপাদন বাড়ছে।

সাল	বন্যাকবলিত এলাকা (কি. মি.)	দেশের মোট আয়তনের শতাংশে	মৃতের সংখ্যা
১৯৫৪	৩৬,৯২০	২৫	১১২
১৯৫৫	৫০,৭০০	৩৪	১২৯
১৯৫৬	৩৫,৬২০	২৪	১১২
১৯৬২	৩৭,৪০৪	২৫	১১২
১৯৬৩	৪৩,১৮০	২৯	১১২
১৯৬৮	৩৭,৩০০	২৫	১২৬
১৯৭০	৪২,৬২০	২৮	৮৭
১৯৭১	৩৬,৪৭৫	২৪	১২০
১৯৭৪	৫২,৭২০	৩৫	১৯৮৭
১৯৮৪	২৮,৩১৪	১৯	৫১৩
১৯৮৭	৫৭,৪৯১	৩৯	১৬৫৭
১৯৮৮	৭৭,৭০০	৫২	২৩৭৯
১৯৯৮	১,০০,০০০	৬৭	১০৫০

সিলেটে যে কারণে এত বন্যা

P-16/2
Ittefaq
21 June 2022

■ আব্দুল খালিক, বিয়ানীবাজার সংবাদদাতা

দেশের অনেক ভাটি অঞ্চল যখন পুড়ছে তীব্র দাবদাহে, তখন সিলেট ভাসছে জলে। সেখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এর আগে গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেটসহ আশপাশের হাওর এলাকার ফসল। এর মাসখানেক না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিয়েছে বন্যা। এবার বন্যা এসেছে আরো ভয়ংকর রূপে। তলিয়ে ... প্রায় পুরো সিলেট। সুনামগঞ্জেরও বেশির ভাগ এলাকা জলমগ্ন।

... বারবার কেন সিলেটে বন্যা হচ্ছে? বন্যা কেন এত তীব্র আকার ধারণ করছে? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা জানান, ...টের প্রধান নদীগুলো বিশেষত সুরমা, কুশিয়ারার তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, নগর ও এর আশপাশের ...গর বিভিন্ন জলাশয় ভরাট, দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেই ...ন্যা।

...সম্প্রতি সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবুল মোমেনও এসব কারণকে দায়ী ...েন। বলেছেন, 'সিলেটে এই মৌসুমে সব সময়ই ঢল নামে। আমাদের ছেলেবেলায়ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

... গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে **তারিন হোসেন** কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-
..., বার্তা ফ্যাক্স : ৪১০১০১৭৭-৮, মফস্বল ফোন : ৪১০১০১৭২, বিজ্ঞাপন-ফোন : ৫৫০১১৭১৪, ৪৭১১৫৮৮৩

P-16/2, Ittefaq
21 June 2022

সিলেটে যে কারণে

১৬ পৃষ্ঠার পর

এমনটি দেখেছি। তখন পানি আটকে থাকত না, চলে যেত। কারণ আমাদের শহরে অনেক পুকুর ছিল। এখন আমরা নগরের ভেতরের সব পুকুর-দিঘি ভরাট করে বড় বড় বিল্ডিং করেছি। হাওরগুলো ভরাট করে ফেলেছি। এ ছাড়া প্রধান নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। খালি মাঠগুলো ভরাট হয়ে গেছে। এ কারণে পানি নামতে পারছে না। যে কোনো দুর্যোগেই সিলেটের জন্য এটা একটা ভয়ের কারণ।'

সিলেটের প্রধানতম নদী কুশিয়ারা, সুরমার দুই রূপ। বর্ষায় দুই কোল উপচে ডুবিয়ে দেয় জনবসতি। আর গ্রীষ্মে শুকিয়ে পরিণত হয় মরা গাঙে। জেগে উঠে চর। প্রায় ২৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সুরমা দেশের দীর্ঘতম নদী। ভারতের বরাক নদী থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। এই নদী বছরের বেশির ভাগ সময় থাকে পানিহীন, মৃতপ্রায়। পলি জমে ভরাট হয়ে পড়েছে নদীর তলদেশ। ফলে শুষ্ক মৌসুমে সুরমা হয়ে পড়ে বালুভূমি। অপরদিকে অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে নদী তীরবর্তী এলাকায় দেখা দেয় বন্যা। বৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে তলিয়ে যায় হাওরের ফসল।

ভরাট হয়ে পড়েছে এ নদীর উৎসমুখও। শুষ্ক মৌসুমে নদীর উৎসমুখের ৩২ কিলোমিটারে জেগেছে ৩৫টি চর। দুই দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় যৌথ নদী কমিশনে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আটকে আছে উৎসমুখ খননও।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিলেট কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, সুরমা নদীর উৎসমুখ খননে ২০১২ সালে সিলেট থেকে একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর নদী খননে সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার পর নদী খননে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঐ সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। এরপর এ বিষয়ে আর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

পরে ২০১৮ সালে সিলেট সদর উপজেলার কানিশাইলে ৬০০ মিটার সুরমা নদী খনন করা হয়। ঐ সময় সিলেট সদর উপজেলা এবং কানাইঘাট উপজেলার কয়েকটি অংশে নদী খননের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। তা-ও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

ভরাট হয়ে গেছে সিলেটের অপর প্রধানতম নদী কুশিয়ারাও। এই দুই নদী খনন ছাড়া বন্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, 'সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে আছে। এ ছাড়া নাগরিক বর্জ্য, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য সুরমা নদীর তলদেশে শক্তভাবে বসে আছে। এ কারণে নদী পানি ধারণ করতে পারছে না। যৌথ নদী হওয়ায় নদীর উৎসমুখ ভরাট করতে দুই দেশের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সিলেট মহানগরের অংশে সুরমা নদী খননের দাবি অসংখ্য বার

সুরমাসহ এই এলাকার নদীগুলো খননের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন, 'সুরমাসহ এই এলাকার বেশির ভাগ নদীই নাব্য হারিয়েছে। এগুলো খনন করা প্রয়োজন। নদী খননের জন্য গত বছর আমরা ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে এটি এখন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন।'

আগামী বর্ষার আগেই নদী খনন করা হবে উল্লেখ করে সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সিলেটের নদীগুলো খননের ব্যাপারে আমাদের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। আমরা নদী খননের পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী বর্ষার আগেই নদীগুলো খনন করতে হবে।'

নগরের জলাশয় ভরাট ও দখল

এদিকে গত তিন দশকে ভরাট হয়ে গেছে নগরীর অর্ধশতাধিক দিঘি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) হিসেবে, ১৫/২০ বছর আগেও সিলেট নগরে অর্ধশতাধিক বৃহৎ দিঘি ছিল। অথচ এখন ঠিকে আছে মাত্র ১০/১১টি। বাকিগুলো ভরাট হয়ে গেছে। অনেক জলাশয় ভরাট করে সরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া সিলেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট-বড় প্রায় ২৫টি প্রাকৃতিক খাল। যা 'ছড়া' নামে পরিচিত। পাহাড় বা টিলার পাদদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ছড়াগুলো গিয়ে মিশেছে সুরমা নদীতে। এসব ছড়া দিয়েই বর্ষায় পানি নিষ্কাশন হতো। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না।

এখন অনেক স্থানে এসব ছড়ার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়াগুলো দখল হয়ে যাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই নগর জুড়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা।

সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মকর্তা জানান, নগরীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ১৩টি বড় ছড়ার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৩ কিলোমিটার। দীর্ঘদিন ধরেই এসব ছড়ার দুপাশ দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছে অবৈধ দখলদাররা। এ ছাড়া নগরের উপশহর এলাকার হাওর ভরাট করে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা। বাধা এলাকার হাওর ভরাট করে হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট।

জলাধারগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় নগরের পানি ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'এখন বৃষ্টি হলেই নগরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। আর ঢল নামলে বন্যা হয়ে যায়।'

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী বলেন, 'আমরা প্রায় ৩০ কিলোমিটার ছড়া উদ্ধার করেছি। এতে নগরীতে আগের মতো আর জলাবদ্ধতা হয় না। বেশি বৃষ্টিতে নগরীর কিছু এলাকায় পানি জমলেও অল্প সময়ের মধ্যে তা নেমে যায়। আর কোনো জলাশয় ভরাট করতে দেওয়া হচ্ছে না।'

উজানে অতিবৃষ্টি: সিলেটে গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়েও বেশি বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটের উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে। এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটের উপসহকারী প্রকৌশলী বলেন, 'চেরাপুঞ্জিতে গত পাঁচ দিনে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সিলেটেও অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। এই পানি নদী ধারণ করতে পারছে না।'

গতকাল সোমবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান সিলেটে বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এসেও একই তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় মেঘালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। এক দিনেই প্রায় ১ হাজার ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টি ঢল হয়ে সিলেটের দিকে নামছে, ফলে বন্যা দেখা দিয়েছে।'

পরিবেশ আন্দোলনের নেতা আব্দুল করিম কিম বলেন, 'ভারতের উজানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের সঙ্গে প্রচুর মাটি আর বালুও আসছে। কারণ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করে মেঘালয় বৃক্ষশূন্য করার কারণেই এমন ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এতে সুরমাসহ সিলেটের অন্য নদ-নদীর তলদেশ আরো ভরাট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত সুরমা, কুশিয়ারাসহ সিলেটের অন্য নদ-নদীর খনন করা প্রয়োজন। তবেই এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সিলেট সার্কিট হাউজে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন —পিআইডি

বন্যার কথা মাথায় রেখে অবকাঠামো করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

P-1/15 Ittefaq 22 June 2022

সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষকে সব সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেই চলতে হবে। অবকাঠামোগুলোও সেভাবে তৈরি করতে হবে। আর বন্যাদুর্গতদের খাদ্য ও ওষুধসহ সব ধরনের সহযোগিতা সরকার করছে। এছাড়া দুর্গত মানুষের পাশে আছে আওয়ামী লীগ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে হেলিকপ্টারে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনার বন্যাদুর্গত এলাকার পরিস্থিতি ঘুরে দেখার পর সিলেট সার্কিট হাউজে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সিলেট বিভাগের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। এর আগে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী প্রত্যক্ষ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারে থাকুক আর বিরোধী দলে থাকুক, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা অন্য যে কোনো দুর্যোগে তারা মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আওয়ামী লীগ সবার আগে দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এটা অব্যাহত থাকবে। এবারের বন্যায় যুবলীগের এক কর্মী সবাইকে সতর্ক করে একটা ঘরে যাওয়ার পর সেখানে পানিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে।

বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে পুরোনো দিনের সরঞ্জামের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বন্যার সময় বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেজন্য সব সময় একটা বিকল্প ব্যবস্থা প্রত্যেকের ঘরে রাখতে হয়। আমরা হারিকেনের কথা, নৌকার কথা ভুলে গেছি, তোলা চুলার কথা ভুলে গেছি। বোধ হয় এগুলো এখন আবার নতুন করে ভাবতে হবে।' তিনি বলেন, যে কোনো দুর্যোগে আওয়ামী লীগ অন্যদের তুলনায় দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে যাবে।

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

বন্যার কথা মাথায় রেখে

প্রথম পৃষ্ঠার পর P-1/15 Ittefaq 22/06/2022

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কারণ তারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধারে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যান, যেখানে অনেকেই পৌঁছাতে পারেননি এবং ঐ এলাকার ছবি তাকে পাঠিয়েছেন যা উদ্ধার প্রক্রিয়া সহজ করেছে। তিনি বলেন, 'আমি সাথে সাথে সেই ছবি সেনাপ্রধানকে পাঠিয়েছি, আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। যেখানে সেনাবাহিনী যেতে পারবে, সেখানে সেনাবাহিনী বা যেখানে বিমান বাহিনী যেতে পারবে, সেখানে তাদেরকে পাঠিয়েছে। তারা মানুষকে উদ্ধার করতে পেরেছে। যারা আমার কাছে ছবি পাঠিয়েছে, আমাদের নেতাকর্মীরা, তাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ তা না হলে রিলিফের কাজটা অত সহজে করা যেত না।' বন্যায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাই কাজ করেছে।

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও সিলেট সেনানিবাসের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং বন্যা ও এর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তুলে ধরেন। বিভাগীয় প্রশাসন জানিয়েছে, চারটি জেলার ৩৩টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যেখানে ৪৫ লাখের বেশি মানুষ বন্যার পানিতে ডুবে আছে এবং ৪ দশমিক ১৪ লাখের বেশি মানুষ ১২৮৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া বন্যাদুর্গতদের চিকিৎসার জন্য ৩০০টিরও বেশি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে এবং ২৪ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার, নগদ ২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা এবং ১৩০৭ টন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বন্যায় ৭৪ হাজার হেক্টর জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং ৪০ হাজার পুকুর ও হেচারি বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাতে আনুমানিক ১৪২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্যা আসাটা আমার মনে হয় ঘাবড়ানোর কিছু নাই। সরকার বন্যা মোকাবিলায় সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের যত খাদ্য ও ওষুধ লাগে সব দেওয়া হবে। বন্যায় মাছচাষিরা যাতে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সিলেট অঞ্চলে মাটি উঁচু করে আর কোনো রাস্তা করা হবে না, 'এলিভেটেড' রাস্তা হবে। এলিভেটেড রাস্তা হলে সেটা সহজে নষ্ট হয় না, বন্যার মত দুর্যোগে যাতায়াতেরও সুবিধা হয়। পাশাপাশি নদীগুলোর গভীরতা ঠিক রাখতে ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু একবার ক্যাপিটাল ড্রেজিং করলে হবে না। তারপর নিয়মিত মেনটেইন্যান্স ড্রেজিং করতে হবে। ছোটবেলায় সিলেটে বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, বিশাল বিশাল ড্রেন ছিল, সব বাড়ির সামনে পানি যাওয়ার ড্রেন ছিল, তার ওপর স্ল্যাব দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্য, এখন কিন্তু নাই। বিল্ডিং বানিয়ে এমন অবস্থা—পানি যাওয়ার জায়গা নাই। পানি [illegible]

করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের সময়ে যারা করছেন, তারা হয়তো চিন্তা-ভাবনা করছেন না।'

সিলেট অঞ্চলের কিছু এলাকায় পানি নামতে শুরু করেছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পানি যাবে দেশের মধ্যাঞ্চলে, তারপর বন্যা পৌঁছাবে দক্ষিণাঞ্চলে, বাংলাদেশে এরকমই হয়। এবারের বন্যা নিয়ে আগে থেকেই প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি একমাস দেড়মাস আগে থেকেই সবাইকে বলতাম, এবার বড় বন্যা আসবে, সবাই প্রস্তুত থাকেন। প্রকৃতির অবস্থা দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। সেই কারণে আমি বলেছি বড় বন্যা আসবে। বাংলাদেশে ১০/১২ বছরের মধ্যে একেকটা বড় বন্যা আসে।

চলতি মৌসুমে সিলেটে এ নিয়ে তৃতীয় বারের মতো বন্যায় প্লাবিত হলো। এরপরও যে আরো বন্যা হতে পারে, সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীতে পূর্ণিমার সময় কী অবস্থা হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় করে যাচ্ছি। শেখ হাসিনা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে একগুচ্ছ নির্দেশনা দেন।

প্রধানমন্ত্রী সিলেট ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকদের কাছে তার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে সহায়তা হস্তান্তর করেন এবং পরে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রীও বিতরণ করেন। উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ কাজে যুক্তদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা কাজ করছেন, আপনাদেরকেও সাবধানে থাকতে হবে। এখন হয়তো কাজের ভেতরে আছেন, পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না। বারবার বৃষ্টির পানিতে ভিজছেন। তাই সতর্ক থাকতে হবে।

মাজার জিয়ারত করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল হজরত শাহজালাল (র.) ও হজরত শাহ পরান (র.) এর মাজার জিয়ারত করেন। শেখ হাসিনা সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও তৎসংলগ্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গতকাল সকালে সেখানে পৌঁছে অপরাহ্নে প্রথমে বিভাগীয় শহরে হজরত শাহজালাল (র.) এর মাজার জিয়ারত করেন। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও ফাতেহা পাঠ এবং মোনাজাত করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী হজরত শাহ পরান (র.) এর মাজার পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানেও পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও ফাতেহা পাঠ এবং মোনাজাত করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার উদ্দেশ্যে সিলেট ত্যাগ করেন।

নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে সকাল ৮টায় তেজগাঁওয়ের পুরাতন বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারযোগে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী।

ত্রাণের অপেক্ষায় বানভাসি মানুষ

P- 1/15, Ittefaq, 22 June 2022

বন্যায় সিলেটে এ পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু

ইত্তেফাক ডেস্ক

সিলেটে ও সুনামগঞ্জের বন্যা কবলিত এলাকার পানি কিছুটা কমলেও দুর্ভোগ কমেনি। বহু বাড়িঘর রাস্তাঘাট এখনো ডুবে আছে। ত্রানের অপেক্ষায় বানভাসী মানুষ। বন্যায় সিলেট বিভাগে এ পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এদিকে কুড়িগ্রামের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কুড়িগ্রাম-যাত্রাপুর সড়কটি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় যাতায়াতে ভোগান্তিতে পড়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। হবিগঞ্জে নতুন করে সদর, বাহুবল, নবীগঞ্জ ও লাখাই উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়েছে। নেত্রকোনায় বন্যার্তদের জন্য দেওয়া ত্রাণ চুরির অপরাধে মঙ্গলবার খালিয়াজুরীর মেন্দিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মোসা মিয়া এবং উদ্যোক্তা নাসিমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মদনে বানের পানিতে ডুবে হাফিজুর রহমান (৫৫) নামে এক স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। উজান থেকে পানি আসা অব্যাহত থাকায় হাওরের পানি বৃদ্ধি পেয়ে **কিশোরগঞ্জ** জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে।

সিলেটে থেকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী জানান, সিলেট ও সুনামগঞ্জে বহু বাড়িঘর রাস্তা এখনো পানিতে ডুবে আছে। জলমগ্ন দুতলা-তিনতলা বাড়িতে গাদাগাদি করে এখনো অনেক মানুষ বসবাস করছেন। পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে গতকাল বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয় —সমীর কুমার দে

ত্রাণের অপেক্ষায় বানভাসি মানুষ

P-15/1, Ittefaq, 22/06/2022

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এছাড়া বাড়ির ছাদ ও আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষ ও গবাধি পশু বসবাস করছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হলেও আরও ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন বলে বানভাসী লোকজন মনে করছেন। অনেকের ঘর ও আশ্রয় শিবিরে খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের সংকট রয়েছে। বহু স্থানে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ পুনস্থাপিত হয়নি। এদিকে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ শুরু হলেও চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। এদিকে তাহিরপুরে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে ফেলা যাওয়া ত্রাণ নিতে গিয়ে আহত একজনের মৃত্যু হয় মঙ্গলবার সিলেটের হাসপাতালে। সুনামগঞ্জ শহরের ৬০ ভাগ ও সিলেটের ৪০ ভাগ বাসাবাড়ি এখনো জলমগ্ন। মঙ্গলবার তেমন বৃষ্টি না হলেও দিনের বেশ কিছু সময় রোদের উষতায় বানভাসি মানুষ নিজেদের কিছুটা যেন শুকিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। শহরের কিছু বাসা থেকে পানি নামলেও বসবাস করার উপযুক্ত হয়নি। কাথা-বালিশ,তোষক, আসবাবপত্র ডুবে গিয়ে সব তছনছ হয়ে গেছে। সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার অনেকেই বলেছেন, 'যা কোনদিন ভাবিনি, তাই ঘটেছে। একতলা সব কটি বাসায় ছিল কোমর বা গলাপানি। একঘন্টার মধ্যে সব ডুবিয়ে দেয়।' কোম্পানীগঞ্জের স্বচ্ছল এক গৃহস্থ বলেন, 'গোলায় একশত মণ ধান ছিল, সবই নষ্ট হয়ে গেছে বন্যার পানিতে। এভাবে কত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ ডুবে যায়। একের পর এক।

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার তান্ডবে বিশেষ করে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ২৪ টি উপজেলার অর্ধকোটি মানুষের জান-মালের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে-তা এখুনি নির্ণয় করা কঠিন। পূর্নাঙ্গ সেই হিসাবে যাওয়ার আগে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো মনে করে আগে মানুষ উদ্ধার করা প্রয়োজন ও ঘরে ঘরে ত্রাণ পৌছানো দরকার। শহরের অবস্থাশালী লোকজনও এখন আশ্রয় শিবির বা উঁচু ভবনে বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য,ওষুধ ও ত্রাণের অপেক্ষায় রয়েছেন। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে উদ্ধার ও ত্রাণ বিতরণ চলছে। বানভাসিদের পাশে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবাহিনী। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। তবে সরকারী বেসরকারী ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমটি সমন্বয়ের প্রয়োজন বলে বানভাসি লোকজন মনে করছে। এদিকে আগামী ২৪ ঘন্টায় সিলেটে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হবে বলে আবহাওয়া বিভাগ জনিয়েছে।

২২ জনের মৃত্যু

বন্যায় সিলেট বিভাগে এ পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যুর তথ্য সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়। অধিপ্তরের পরিচালক হিমাংশু লাল রায় বলেন, এ পর্যন্ত বন্যায় সিলেট বিভাগে ২২ জনের মৃত্যুর তথ্য পেয়েছি। এর মধ্যে সিলেটে ১২ জন, মৌলভীবাজারে তিনজন ও সুনামগঞ্জে পাঁচজন। এছাড়া মঙ্গলবার সকালে সিলেটের জৈন্তাপুরে মা-ছেলের লাশ ভেসে ওঠে।

এর আগে সোমবার পর্যন্ত সিলেটের জেলা প্রশাসক একজনের, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিনজনের ও ছাতক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একজনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে স্থানীয় সূত্রে আরও কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সত্যতা নিশ্চিত করেনি প্রশাসন। সিলেট ও সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ বন্যা। দুই জেলার প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকা তলিয়ে গেছে পানিতে। সোমবার পর্যন্ত পানিবন্দি ছিলেন অন্তত ৪০ লাখ মানুষ। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। বিদ্যুৎ, মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট না থাকার কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর তথ্য জানা যাচ্ছে। এর আগে সোমবার সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. মজিবুর রহমান জানান, পানিতে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে রবিবার নগরের রায়নগরে নিজ বাসার সামনে মারা গেছেন সিলেট মহানগর যুবলীগ নেতা টিটু চৌধুরী।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যাকবলিতদের উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। উদ্ধারকাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, আমরা কানাইঘাট থেকে অসুস্থ অবস্থায় সাতজনকে উদ্ধার করেছি। তার মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে মৃত্যুর কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও নদী খনন না হওয়ার পরিণতি

P-8, Ittefaq
23 May 2022

এ এইচ এম ফিরোজ আলী

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অন্য দুর্যোগের চেয়ে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বহুমাত্রিক ক্ষতি করে। বন্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় এক বাধা এবং মানুষের আর্থিক ও মানসিক অপূরণীয় ক্ষতি করে। তার পরও বন্যার সঙ্গে লড়াই করে এ দেশের মানুষ বেঁচে আছে যুগ যুগ ধরে। এ দেশে ত্রিকোণী জালের মতো ছোট-বড় নদী, খালবিল থাকলেও অনেকগুলো ভরাট হয়ে অস্তিত্ববিপন্ন। উজানের দেশ ভারত থেকে আসা পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে পলিমাটি এসে দেশের নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে অনেক নদী মরে যায় কিংবা মধ্যখানে বড় চর জেগে পানিপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করছে। একসময় পাহাড়ি ঢল ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও নদীর গভীরতা থাকায় বন্যা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আগের চেয়ে কম বৃষ্টি এবং সাধারণ পাহাড়ি ঢলের পানিতে বড় রকমের বন্যার সৃষ্টি হয়। মানবসৃষ্ট কারণে বন্যা হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। যুগ যুগ ধরে নদী অযত্নে, অবহেলায় ডাস্টবিনের মতো পড়ে আছে। নদীসহ তীর দখল করে বাসাবাড়ি, দোকান তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক গতিতে বাধা ও তীরের বেড়িবাঁধ ধ্বংসের কারণে বন্যার পানি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং নদী দখল বন্যার আরেকটি অন্যতম কারণ। ভরাটকৃত নদীখনন ও খননকৃত মাটি দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে দেশকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

বন্যায় বর্তমানে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় এখন লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বিদ্যুতের কয়েকটি সাবস্টেশন পানিতে ডুবে যাওয়ায় সিলেট কয়েক দিন অন্ধকার ও ভূতুরে নগরী ছিল। গত ১৬ মে থেকে তিন-চার দিন রান্নাবান্না, গোসল দূরে থাক, হাতমুখ ধৌত করা ছিল মুশকিল। সিলেট শহরের প্রায় ৮০ ভাগ বাসাবাড়ি হাঁটুপানির নিচে। হযরত শাহ জালাল (র.) মাজার মসজিদের নিচতলায় পানি। শহরের তালতলা, উপশহর, বাবনা রোডসহ অনেক স্থানে গ্যাসের পাইপলাইনে ছিদ্র দিয়ে বুদ্‌বুদ করে গ্যাস বের হচ্ছে। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গত ১৮ মে বুধবার সিলেট নগরীর বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণমন্ত্রী ড. এনামুল হক এমপি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'আগামী বর্ষার আগেই সুরমা ও কুশিয়ারা নদী খনন করা হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে খুবই আন্তরিক'। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো খনন ও তীর সংরক্ষণের বিষয়ে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় ইতিপূর্বে দুটি নিবন্ধন প্রকাশিত হয়েছিল। এ বন্যায় নদী খননের প্রয়োজনীয়তার কথা এখন সিলেটের মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

আসামের নাগা, মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে আসা সুরমা নদী বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করে সিলেট শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক-সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনায় গিয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়। এই সুরমা নদীতে জায়নামাজ বিছিয়ে নদী পার হয়েছিলেন হযরত শাহজালাল (র.) ও তার সফরসঙ্গীরা। সেই সিলেট শহর এখন পানির নিচে। গত সাত বছরে সিলেট শহরের ছড়া, খাল খনন, দখল উদ্ধার, গার্ডওয়াল নির্মাণ, পুরোনো ড্রেন ভেঙে নতুন ড্রেন নির্মাণে ২৪৫ কোটি টাকা খরচ করেও শহরবাসীর কোনো উপকারে আসেনি। এসব অপরিকল্পিত উন্নয়ন পানি নিষ্কাশনে বড় এক বাধা। খাল, ছড়ার ওপর বাসাবাড়ি, দোকান তৈরি করে খালের প্রস্থ কমিয়ে আনা এবং পলিথিন, প্লাস্টিক, ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখার কারণে খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি সময়মতো নামতে পারে না। বরং নদীর পানি উপচে শহরে ঢুকে বন্যা দেখা দেয়। এমন অপরিকল্পিত উন্নয়ন এখন শহরবাসীর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

সিলেট বিভাগে ছোট-বড় ৮৭টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে সুনামগঞ্জে ২৬টি, হবিগঞ্জে ২৮টি এবং সিলেটে ৩৩টি নদী রয়েছে। এসবের অনেকগুলো নদী অস্তিত্ববিলীন। হাসপাতাল-ক্লিনিকের বর্জ্য, পলিথিন-প্লাস্টিক ফেলে ভরাট করা হচ্ছে নদীগুলো। দখলদূষণ অপরিকল্পিতভাবে নিচু ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণের কারণে নদী ভরাট হয়ে তীরের সমান হয়ে গেছে। এতে পাহাড়ি ঢলের পানি ধারণ করা দূরে থাক, সাধারণ বৃষ্টির পানিতেও অকাল বন্যা দেখা দেয়। যেসব নদীর তীরে হাটবাজার, শহর, বন্দর গড়ে উঠেছে, সেখানে নদীর তীর একবারে নিচু। ফলে, এসব নিচু এলাকা দিয়ে সহজে বন্যার পানি ঢুকতে পারে। ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণে উচ্চতা ও প্রস্থ কম, গার্ডওয়াল না দিয়ে মাটি ভরাট করে জোড়াতালি দিয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করায় বানের পানিতে এসব ভেসে যায়। বন্যায় সিলেট-সুনামগঞ্জের সব কটি উপজেলার কাঁচাপাকা রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গেছে। অনেক স্থানে পানির তোরে ব্রিজ, কালভার্ট দুমড়েমুচড়ে ভেসে গেছে। চোখে না দেখা পর্যন্ত বন্যার এমন ভয়াবহতা কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না। এ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অঙ্কে হিসাব করা বড়ই কঠিন। বৈশাখ মাসে সুনামগঞ্জের হাওরের বেড়িবাঁধ ভেঙে শতকোটি টাকার ইরি, বোরো ধান নষ্ট হয়ে যায়। হাওরে বেড়িবাঁধ নির্মাণে অনিয়ম, দুর্নীতি এ ক্ষতির মূল কারণ। বর্তমানে বন্যাকবলিত এলাকায় চরমভাবে খাদ্য, জ্বালানি ও বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। সুনামগঞ্জের ঘরে ঘরে পানি এবং রোদের অভাবে লাখ লাখ টাকার ধান শুকানো যাচ্ছে না। মাছ, হাঁস, মোরগ, গরু-ছাগলের খামার ডুবে যাওয়ায় ফার্মের মালিকদের কান্নায় এ অঞ্চলের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার দাবাধরন মাটি গ্রামের বাসিন্দা সরকারি চাকরীজীবী মো. আব্দুল বারি বন্যার খবর জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি জানান, গত ১৩ মে শুক্রবার সিলেট শহরে একটি সভায় যোগদান করার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় ঘুমিয়ে পড়লে ১১টার মধ্যে তার ঘর ডুবে যায়। মাত্র দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ি ঢলে সারি, পিয়াইন, গোয়াইন, চেঙ্গেরখাল, সুরমা, কুশিয়ারার পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। তিনি

জানান, জকিগঞ্জের আমলসীদ ত্রিমোহন
বরাক, সুরমা, কুশিয়ারা নদীর মোহনার
ভেঙে যাওয়ায় বন্যার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পা
গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, কোম্পানীগ
জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট সদ
দক্ষিণ সুরমা ও বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিটি ঘ
ঘরে পানি ঢুকে পড়েছে। মানুষ বাঁশের মাচ
দুতলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে
অনেকের গবাদি পশুসহ সহায়-সম্বল পানি
ভেসে গেছে।

বিভাগীয় শহর সিলেট ও সুনামগঞ্জ সুর
মৌলভীবাজার মনু নদ এবং হবিগঞ্জ জেলা স
খোয়াই নদীর তীরে অবস্থিত। সুরমা, কুশিয়া
কালনী, মনু, খোয়াই, যাদুকাটা, বরা
কলকলিয়া, নলজুড়, ধলেশ্বরী, বাসি
খাজাঞ্চীসহ এই অঞ্চলের নদী ও খালের ও
অপরিকল্পতভাবে উচ্চতা ও প্রস্থ কম
নির্মাণের কারণে বন্যার পানি বাধাপ্রাপ্ত
লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এসব ব্রিজ, কালভার্ট
সেতুর নিচ দিয়ে নৌকা বা জলযান যাতায়
করতে পারে না। একদিকে নদী ভরাট, অন্যদি
নিচু সেতু এতে পানির গতি স্বাভাবিকভ
বাধাগ্রস্ত হয়। এমন ব্রিজ, কালভার্ট পানির তে
ভেসে গেছে।

পানি সম্পদ, এই পানি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ
অভাবে হয়, আপদ বা বিপদ। জীবনে-মর
দাফন-কাফনে, পুত-পবিত্রতায় পানি। কৃষি-
বিকাশে ও বিদুৎ উৎপাদনেও পানি। পানি ছ
জীবন চলে না। পানির বিকল্প এ পৃথিবীতে
হয়নি। পানির সদ্ব্যবহার বা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপ
মাধ্যমে পানিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করা যা
পৃথিবীর অনেক দেশ নদীখনন, তীর সংর
করে পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনেক স
ও সাফল্য অর্জন করেছে। এবারের বন
সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সব শ্রেণি পে
মানুষ নদী খনন ও তীর সংরক্ষণের গুরুত্ব অনু
করতে পেরেছেন। বন্যায় বিশুদ্ধ পানির অভ
হাতমুখ ধৌত করা, গোসল করা, রান্নাবা
কাজ ছিল বন্ধ।

নদী, রাষ্ট্র বা সরকারের মালিকানাধী
কিন্তু নদীর সুফল ভোগ করবে এ দে
নাগরিক। তাই নদীকে বাঁচাতে ১৯৫৬ সা
এসএ রেকর্ড মোতাবেক সরেজমিনে জরিপ
সব নদনদীর সীমানা চিহ্নিত করে পিলার নি
ভরাটকৃত নদীর তলদেশ ও তীর জরিপ
প্রকল্প গ্রহণ আবশ্যক। কাল্পনিক প্রকল্প গ্রহণ
নদীখনন ও তীর সংরক্ষণ হলে রাষ্ট্রের অ
অপচয় করা মোটেই কাম্য নয়। নদী জ
খনন ও তীর সংরক্ষণে সেনাবাহিনীর
চৌকশ লোকদের যুক্ত করা হলে রাষ্ট্রে
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব
এ দেশকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা
পারে।

● লেখক : কলামিষ্ট ও সমাজ বিশ্লে